কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট (Cuban Missile Crisis)

সোভিয়েত নেতৃত্ব কিউবাতে সমরাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণের পক্ষে সাফাই গেয়েছিল যে এই ব্যবস্থা পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক এবং কোনো অবস্থাতেই আক্রমণমুখী নয়। ক্রুশ্চেভ কিউবায় কার্যত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র (missile launcher) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ২০০০ মাইল দূরত্বের মাঝারি পাল্লার মিসাইল প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যার অর্থ ছিল নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, চিকাগো ও বস্টনের মতো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও পূর্ব ভূখণ্ডের সবকটি প্রধান প্রধান নগরই সোভিয়েত আক্রমণের আওতায় চলে এসেছিল। এটি ছিল অবশ্যই একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক উদ্যোগ এবং ১৯৬২ সালের অক্টোবরে গুপ্তচর বিমান থেকে গৃহীত ঐরূপ বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্রঘাঁটির ছবি প্রকাশিত হলে সমগ্র আমেরিকা জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ঐ মাসের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবিত মোট ৬৪টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ৪২টি কিউবায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল ক্রুশ্চেভ এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ কেন গ্রহণ করেছিলেন? সে কি শুধুই লাতিন আমেরিকার সাম্যবাদী রাষ্ট্র কিউবার নিরাপত্তা প্রতিরক্ষার স্বার্থে? এর উত্তরে বলা যায় যে এই ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত শীর্ষনেতৃত্ব আমেরিকার প্রায় অনুরূপ চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিতে চেয়েছিল। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় একইভাবে ইতিপূর্বে তুরস্কে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিষ্ঠাপ্রকল্প সম্পূর্ণ করেছিল এবং সেইসব ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় একটা বড়ো প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছিল। ক্রুশ্চেভ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'মার্কিনিরা সামরিক ঘাঁটি গড়ে চারপাশ থেকে আমাদের দেশকে ঘিরে ধরেছে, এখন তারা বুঝুক তাদের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র তাক্ করা থাকলে কেমন লাগে।' এছাড়া, কাস্ত্রোর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্যও একাজের প্রয়োজন ছিল। কিউবায় আগ্রাসন ঘটলে আক্রমণকারী মার্কিনি সেনাদের

Scanned with CamScanner

বিরুদ্ধে ঐ ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করা যেত। মনে করা হয় সম্ভবত ঐ বিশেষ ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ছিল ক্রুশ্চেভের চাপবৃদ্ধির একটি কৌশল। তাঁর আশা ছিল এর ফলে ইউরোপ এবং বিশেষ করে বার্লিন সহ অন্যান্য স্থান থেকে আমেরিকান মিসাইলগুলি সরানো সহজ হবে। অবশ্য তিনি একাজে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

যাইহোক, কিউবায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের কথা ফাঁস হয়ে গেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ বাড়তে থাকল। মার্কিন কংগ্রেসও কেনেডির আপসমূলক নীতির সমালোচনা করল। কেনেডির সামরিক উপদেষ্টারা তাঁকে পরামর্শ দিলেন কিউবায় সামরিক ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলির ওপর বিমান আক্রমণ চালাতে যদিও তিনি এই প্রশ্নে যথেষ্ট সংযম দেখান ও সাথে সাথে কয়েকটি সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২২ অক্টোবর প্রথমত, তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে লাল সংকেত জারি করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি জানিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে চরম হুঁশিয়ারি দেন এবং তা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ অবিচল থাকলে ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ২৫টি রুশ নৌবহর যাতে কিউবা পৌঁছোতে না পারে সেই লক্ষ্যে কিউবার বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ জারি করেন। সাথে সাথে কেনেডি ঘোষণা করেন যে পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত যে-কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হলে যুক্তরাষ্ট্র তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। তিনি ন্যাটো জোটের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করেন। অবশ্য কেনেডির সংযমী ঘোষণায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে কিউবা অবরোধকালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে আমেরিকা কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করবে না যেমনটি ঘটেছিল বার্লিন অবরোধের সময়। বস্তুত, কেনেডি তাঁর বেতারভাষণে ক্রুশ্চেভের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে তার পরিবর্তে স্থিতাবস্থা ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার ছিল এই সংকটে কিউবার ভূমিকা নগণ্য, সোভিয়েত চ্যালেঞ্জই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাইহোক, সমস্যা একইরকম থাকল।

ঘটনা পরম্পরায় পরিস্থিতি রীতিমতো জটিল হয়ে উঠেছিল এবং বিশ্ব এক আসন্ন পরমাণুযুদ্ধের আশঙ্কায় বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক আহূত হয়। রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ থান্ট যুযুধান উভয়পক্ষকেই সংযত হওয়ার ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আবেদন জানান। এদিকে মার্কিন অবরোধ চালু হলেও শেষ অবধি সোভিয়েত জাহাজে তল্লাসি চালানোর প্রয়োজন ঘটেনি কারণ রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জাহাজগুলিকে অবরোধ সীমার বাইরে ঘুরিয়ে নেয়। ২৬ অক্টোবর ১৯৬২ সালে সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা 'তাস' ঘোষণা করে, ক্রুশ্চেভ নতুন করে প্রস্তাব রেখেছেন যে তুরস্ক থেকে আমেরিকা জুপিটার ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নিলে রাশিয়াও কিউবা থেকে

Scanned with CamScanner

তার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রত্যাহার করে নেবে। পরের দিন ২৭ অক্টোবর সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রসম্ভার সরিয়ে নেওয়া হবে। এর পরে পরেই কেনেডি প্রতিশ্রুতি দেন যে আমেরিকা আর নতুন করে কিউবা আক্রমণ করবে না এবং তুরস্ক থেকেও মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে (যদিও তিনি প্রকাশ্যে এই ঘোষণা করতে চাননি)। টানা দু'সপ্তাহ টান টান উত্তেজনার পর কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের অবসান হয়। বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তাৎপর্য (Significance)

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট স্বল্পমেয়াদি হলেও তার প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। উভয়পক্ষই সংকটের শেষে দাবি জানিয়েছিল যে তারাই বহুলাংশে লাভবান হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল যে উভয়পক্ষই কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করেছিল কত সহজে একটা প্রলয়ংকর পারমাণবিক যুদ্ধ ঘটতে পারত।[৩৪] এই রোমাঞ্চকর ঘটনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঠান্ডা যুদ্ধকে কিছুটা স্তিমিত করেছিল। দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র অতঃপর অনুভব করেছিল যে নিজেদের অস্তিত্বের কারণেই দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ কোনো অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই সময় থেকে বিশ্বরাজনীতি ক্রমশ সমঝোতানির্ভর বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানকামী হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তিত কূটনৈতিক পদক্ষেপ ঠান্ডা লড়াই-এর দীর্ঘ ইতিহাসে 'দাঁতাত' ('detente') নামে পরিচিত হয়েছিল। এই সংকটমুক্তির পর থেকে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বিশেষ টেলিফোন যোগাযোগ ('hot-line') স্থাপিত হল এবং ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল একটি ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ঃ 'Nuclear Test Ban Treaty' (বা NTBT)। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি সম্মত হল পরিবেশ দূষণ রোধের স্বার্থে তারা পরমাণু পরীক্ষাসমূহ এখন থেকে ভূগর্ভে চালাবে। জে. জি. স্টোয়েসসিঙ্গার[৩৫] এই ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এই নাটকীয় ঘটনা যেমন সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ককে এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছিল তেমনি বিশ্বকে অনিবার্য পারমাণবিক সংঘাতের কবল থেকেও অল্পের জন্য বাঁচিয়ে দিয়েছিল—'The Cuban missile crisis of 1962 represented a great turning point in Soviet-American relation....The narrow escape from atomic holocaust left its mark on the Soviet and American leadership alike.' একথা অনস্বীকার্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথমে নমনীয়তা

Scanned with CamScanner

দেখিয়ে সরে এসেছিল। অনেকে এর মধ্যে সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদী নীতির সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। কিন্তু মার্কিন সাফল্য সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়ার তেমন কিছু ক্ষতি এর দ্বারা হয়নি। জন স্পেনিয়ের[৩৬]-এর মতে, 'America had won a brilliant tactical victory, but the Soviet Union had not suffered a strategic reversal.'। মার্কিনি ঐতিহাসিকরা অনেকে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটজনিত পরিস্থিতিতে কেনেডির নীতির সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে সেই সময় কেনেডির উচিত ছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে কিউবা আক্রমণ করে ফিদেল কাস্ত্রোকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা। কিন্তু কেনেডির সংযত নীতি সেদিন বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল এবং ঠান্ডা লড়াই-এ দ্বিপাক্ষিক উষ্ণতার সম্পর্ক আমদানি করেছিল।

Scanned with CamScanner